The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 5-6 No. 9-12 February to August 2012-2013 Page 97-112 Published on February 2015 by the Registrar, Dhaka University ISSN-2075-3098

কোচ ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব

মেহেরীন মুনজারীন রত্না
প্রভাষক, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
Email: meherin2010.bou@gmail.com

Abstract

Koch is an indigenous linguistic community exists in the north-east part of Bangladesh. Koch language spoken by the Koch community is a less linguistically explained language yet because the number of Koch people is lesser and they have no any impact on socio-political as well as cultural aspects of Bangladesh. Considering the above reality the present paper first time describes basic phonological characteristics of this indigenous language. In doing this the author not only identifies vowel and consonant features of this language, but also isolates all Koch sounds into these two broad phonological groups.

Key words: *Koch; Sino-Tibetan; Phonology; Diphthong*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশে বাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষাসমষ্টির অন্যতম কোচ। বর্তমান প্রবন্ধটি কোচ ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বিশেষত এ ভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন উদ্ধার ও আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টা মূলত ভাষাটি সংরক্ষণের প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবেই গ্রহণীয়।

১. কোচভাষীদের অবস্থান

বাংলাদেশের শেরপুর ও নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, গাজীপুর জেলায় কোচভাষীরা বাস করে। কিন্তু গাজীপুরের তুলনায় শেরপুরের কোচভাষীরা সংখ্যায় অধিক। এ জেলার তিনটি উপজেলার বাইশটি গ্রামে তাদের বসতি রয়েছে (দ্রষ্টব্য সারণি-০৭)। গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলার কোচদের বাস রয়েছে যথাক্রমে খাটাচুরা ও হাতিয়াব গ্রামে।

২. কোচ-বৃত্তান্ত

কোচ-ভাষীদের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাদের সংস্কৃতি ও জীবন-যাপন প্রণালি সম্পর্কে তেমন বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। অধিকাংশ আলোচনায় কোচদের রাজবংশিদের সঙ্গে অভিন্ন করে কোচরাজবংশি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (www.britanical.com/EBchecked/topic/320823/)। কিন্তু কোচভাষীরা স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। রাজবংশিদের সঙ্গে একীভূত করে তাদের বিবেচনা করা যায় না। কোচদের সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাতে তারা উপমহাদেশে ইন্দো-আর্য (Indo-Aryan) ভাষীদের আগমনের পূর্বেই উত্তর-পশ্চিম চীন থেকে এ অঞ্চলে আসে। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে তারা মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত। এ দেশে এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে বাসরত কোচদের শারীরিক গঠন, ত্বক, চুল সে-সাদৃশ্যই প্রমাণ করে (Ahmad et al.,2011:10)।

কোচরা মূলত কৃষিজীবী হলেও তাদের অধিকাংশেরই নিজস্ব ভূমি নেই। জীবিকার প্রয়োজনে অনেককেই বাধ্য হয়ে অন্যের জমিতে দিন মজুরের কাজ করতে হয়। ধর্ম-পরিচয়ে কোচরা হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রধান খাদ্য ভাত। এছাড়া 'সুকুরি আলু', কুইচা ও বিশেষ মাছ তাদের পছন্দের খাবার।

গবেষণার সুবিধার্থে আমরা গাজীপুর সদর উপজেলার হাতিয়াব গ্রামের কোচভাষীদের নির্বাচন করেছি এবং তাদের মুখের ভাষাকে আশ্রয়ই করেই প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০২-এর জনশুমারি অনুযায়ী এ গ্রামের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩৩০ জন কোচ, এর মধ্যে পুরুষ ১৭৭ জন এবং নারী ১৫৩ জন।

৩. কোচ ভাষা

ভাষা হিসেবে কোচ চীনা-তিব্বতি (Sino-Tibetan) পরিবারের তিব্বতি-বর্মি (Tibeto-Burman) শাখার অন্তর্গত। কোচের কয়েকটি উপভাষা বা ভাষিক বৈচিত্র্য (varieties) রয়েছে। এগুলির মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য – হরিগয়া (Harigaya) ও সতপরিয়া (Satpariya)। গারোদের উপভাষা অতং (A'tong)-এর সঙ্গে কোচের রয়েছে লক্ষণীয় সাদৃশ্য। গঠনসূত্র (typology)-এর দিক থেকে কোচ কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া (Subject + Object + Verb = SOV) আশ্রয়ী ভাষা। বাংলাদেশে ভাষাটির কোনো লিখনবিধি (Writing-System) নেই। অর্থাৎ কোচ এখনো নিরক্ষর (illiterate) ভাষা।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের আলোকে গবেষণাকর্মটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এজন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তা টেপরেকোর্ডারে ধারণ, ভাষিক সম্প্রদায়ের কথোপকথন, বিভিন্ন

প্রতিবেশে (context) তাদের ভাষাবৈচিত্র্য, সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্রে লিখিত তাদের উচ্চারিত শব্দ, ব্যবহৃত বাক্য ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

ভাষা একটি মানবিক সংশ্রয়। জন্মসূত্রে মানব মস্তিষ্কে ভাষা অনুক্রমিত (programmed) হয়। মানুষমাত্রই অন্তত একটি ভাষা ব্যবহার করে। ভাষার সংগঠন স্তরবাহিক – ধ্বনি (sound), শব্দ (word), শব্দ ও বাক্য (sentece)-এর অর্থ (meaning) বা বাগার্থ (semantics) আশ্রয়ী।

মানুষের ধ্বনি অর্জন (acquision) সহজাত। জৈবিক (biological) ক্রিয়া সম্পাদনের মতোই সে তার বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তার এই ধ্বনি একান্তভাবেই মানসিক উপলব্ধি। ভাষাবিজ্ঞানে একে আমরা বলি ধ্বনিমূল (phoneme)| ভাষার ধ্বনিমূলগুলির শ্রেণিবিভাগ নির্দেশ করে সেগুলিকে দুটি শ্রেণিতে দেখানো হয় – স্বরধ্বনি (vowel) ও ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant)।

৫.১ স্বরধ্বনি

স্বরধ্বনি মুখের ভেতরে বাক-প্রত্যঙ্গের সংস্পর্শে ও কোনো রকম অবরুদ্ধ অবস্থা ছাড়া উচ্চারিত হয় এবং এ ধ্বনি অক্ষর তৈরি করতে পারে (Matthews: 1997: 399)| স্বরধ্বনি নির্ণয়ের কতগুলি প্রক্রিয়া বা মানদণ্ড রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- জিভের উচ্চতা (Tongue height)
- জিভের অবস্থান (Lip position)
- ঠোঁটের গোলাকৃতি (Lip rounding)
- কোমল তালুর অবস্থা (State of soft palate);
- মুখ দিয়ে নির্গত বাতাসের পরিমাণ ও নিচের চোয়ালের মাংসপেশির চাপ (Puff of air and muscular tension in mandible)

উল্লিখিত মানগুলির সাহায্যে কোচ ভাষার স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ করলে মোট সাতটি পূর্ণস্বর (monophthong) পাওয়া যায়। এগুলি হলো ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ /i, e, æ, a, ɔ, o, u/। জিভের উচ্চতা, জিভের অবস্থান ও ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী বিচার করে স্বরধ্বনিগুলিকে সারণির সাহায্যে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায়:

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান		
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ
উচ্চ	ই /i/		উ /u/
উচ্চ-মধ্য	এ /e		ও /o/
নিম্ন-মধ্য	অ্যা /æ/		অ /ɔ/
নিম্ন		আ /a/	

সারণি- ০১ : কোচ স্বরধ্বনি

৫.২ দ্বিস্বরধ্বনি (Diphthong)

একটি পূর্ণস্বর (monophthong) ও একটি পিচ্ছিল (glide) স্বরের সমবায়ে দ্বিস্বরধ্বনি তৈরি হয়। সে-হিসেবে দ্বিস্বরধ্বনি হলো দ্বৈতস্বর (একটি পূর্ণস্বর + একটি পিচ্ছিল স্বর)। পূর্ণস্বরটি অক্ষর (syllable) তৈরি করতে পারে বলে একে বলা হয় আক্ষরিক স্বর। কিন্তু পিচ্ছিল স্বরের সে-যোগ্যতা নেই বলে তা হলো অনাক্ষরিক স্বর। অন্যসব জীবন্ত ভাষার মতো কোচ ভাষায়ও দ্বিস্বর রয়েছে। বাংলার মতোই কোচদের দ্বিতীয় স্বর (off-glide)-টি সাধারণত অনাক্ষরিক বা অর্ধস্বর হয়। আমাদের অনুসন্ধানে কোচ ভাষার নিচের দ্বিস্বরগুলি চিহ্নিত হয়েছে।

	দ্বিস্বরধনি	উদাহরণ
১	ইআ /ia/	কুরিয়া /kuria̯/ 'করা', মুসুনদিয়া /musundia̯/ 'চোখের পাতা'
২	ইও /io/	ওথিও /ot^{h}io̯/ 'সেখানে', অনে গোদিও /ɔne godio̯/ 'মাড়ি'
৩	উআ /ua/	খুয়া /k^{h}ua/ 'কুয়াশা, উআ ঁ/ɔ/ 'এটি'
৪	উই /ui	দুইট্টা /du̯itta/ 'দুই'
৫	এআ /ea/	হনেয়া /hɔnea̯ / 'দেওয়া'
৬	এই /ei/	শেই /ʃei̯/ 'জামাই', শেইগা /ʃei̯ga/ 'ঘুমানো'

৭	ওআ /oa/	নামোয়া /namoa̯/ 'সুন্দর'
৮	ওউ /ou/	হওউ /hou̯/ 'শ্বশুর'
৯	ওই /oi/	গোইশা /goi̯ʃa/ 'এক'
১০	আই /ai/	দিবাই /dibai̯/ গান
১১	অএ /ɔe/	ছয়েটা /cʰɔe̯ta/ ছয়

সারণি -০২ : কোচ দ্বিসর ও অর্ধস্বর।

৫.৩ ত্রি-স্বরধ্বনি

একই অক্ষরের উচ্চারণে স্বরের তিন-ধরনের পরিবর্তন ঘটলে তাকে ত্রি-স্বর (triphthong) বলা হয় (Matthews, 2007:415)। এ পরিবর্তন দুভাবে হতে পারে – বিবৃত (open) স্বর, সংবৃত (close) ও সম্মুখ (front) স্বর এবং সম্মুখ বা মধ্য (central) স্বর হতে পারে। পরিমাণে স্বল্প হলেও কোচ ভাষায় ত্রিস্বরের উপস্থিত লক্ষণীয়। নিচের উদাহরণে এগুলি দেখানো হলো।

ইআই /iai/ শিয়াইহিঙ্গিয়া /ʃiaihiŋg/'মৃত'
আইআ /aia/ ঘুসুনাআইআ /gʰusunaia/ 'কাঁশি'
আওআ /aoa/ মেইচাওআ /meicaoa/ 'ডান'

৫.৪ চর্তুস্বর

কোচ ভাষার শব্দে ত্রিস্বরের মতো চতুর্স্বরের উচ্চারণ কখনো-কখনো শ্রুত হয়। আমাদের অনুসন্ধানে এমন দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবেশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নিচে এগুলি উল্লেখ করা হলো।

এইআই /eiai/ ফেইআইহিঙগিয়া /feiaihiŋgia/'ভাঙা'
এইআও /eiao/ নেইআও /neiao/ 'শ্বাশুড়ি'

	i	e	æ	a	ɔ	o	u
উচ্চ	+	-	-	-	-	-	+
উচ্চ-মধ্য	-	+	-	-	-	+	-
নিম্ন-মধ্য	-	-	+	-	+	-	-

নিম্ন	-	-	-	+	-	-	-
সম্মুখ	+	+	+	-	-	-	-
পশ্চাৎ	-	-	-	-	+	+	+
মধ্য	-	-	-	+	-	-	-
গোলাকৃত	-	-	-	-	+	+	+
অগোলাকৃত	+	+	+	-	-	-	-
সংবৃত	+	+	-	-	-	+	+
অর্ধসংবত	-	+	-	-	-	+	-

সারণি-০৩ : বৈশিষ্ট্য ছাঁচ অনুযায়ী কোচ স্বরধ্বনি।

৫.৫ ব্যঞ্জনধ্বনি

যেসব বাগধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস আগত বাতাস মুখের মধ্যে কখনো সম্পূর্ণ রুদ্ধ, কখনো আংশিক রুদ্ধ এবং কখনো দুটি বাগযন্ত্র কাছাকাছি আসার ফলে শ্রুতিগ্রাহ্য ঘর্ষণের সৃষ্টি করে উচ্চারত হয় সেগুলিই হলো ব্যঞ্জনধ্বনি (consonants)। কিছু ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বাতাস প্রথমে মুখের মধ্যে রুদ্ধ হয় এবং কেবল নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ ও ধ্বনিগুলি বিশ্লেষণে প্রধান প্রক্রিয়া বা মানদণ্ড হলো দুটি উচ্চারণস্থান (place of articulation) ও উচ্চারণরীতি (manner of artcualtion)।

৫.৫.১ উচ্চারণ স্থান

বাগধ্বনি যে সকল বাকপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত হয় তা-ই হলো উচ্চারণস্থান। ধ্বনিবিজ্ঞানীরা (Davenport at al.,1998:11) একে বাকপ্রত্যঙ্গগুলির আনুভূমিক সম্পর্ক (vertical realtion) হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী মানবীয় ভাষার ধ্বনিগুলিকে সারণিতে এভাবে নির্দেশ করা যায়।

	ধ্বনি	বাকপ্রত্যঙ্গ	ধ্বনি
১	দ্বি-ওষ্ঠ্য (Bilabial)	উপরের ঠোঁট ও নীচের ঠোঁট	p, b, m, w/

২	দন্ত্যোষ্ঠ (Labiodental)	নীচের ঠোঁট ও উপরের দাঁত	f, v/
৩	দন্ত্য (Dental)	জিভের সামনের অংশ ও ওপরের পাটির কর্তন দাঁত	/θ, ð/
৪	দন্ত্যমূলীয় (Alveolar)	জিভের সামনের অংশ ও ওপরের পাটি দন্ত্যমূল	/t, s, z, r, l/
৫	পশ্চাৎ দন্ত্যমূলীয় (Postalveolar)	জিভের সামনের অংশ ও পশ্চাৎ দন্ত্যমূল	/t, d/
৬	তালব্য (Palatal)	জিভের সামনের অংশ ও সম্মুখ তালু	/c, ɟ, ʃ/
৭	জিহ্বামূলীয় (Velar)	জিভের পশ্চাৎ অংশ ও কোমল তালু	/k, g, ŋ/
৮	আলজিহ্বা (Uvular)	জিভের পেছনের অংশ ও আলজিভ	
৯	গলবিলীয় (Pharyngeal)	জিভের পেছনের অংশ ও গলবিল	
১০	কণ্ঠনালীয় (Glottal)	স্বররন্ধ্র (glottis)	

সারণি-০৪: উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি ।

সে অনুযায়ী কোচ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি হলো :

- দ্বি-ওষ্ঠ্য : প্, ব্, ভ্, ম /p, b, b^h, m/
- দন্ত-ওষ্ঠ্য : ফ্ /f/
- দন্ত্য : ত্, থ্, দ্, ধ্ /t̪/, /$t̪^h$/, /d̪/, /$d̪^h$/
- দন্তমূলীয় : ন্, র্, ল্, স্ /n, r, l, s/
- তালব্য-দন্তমূলীয় : ট্, ঠ্, ড্, ঢ্ /t, t^h, d, d^h/
- তালব্য : চ্, ছ্, জ্, ঝ্ শ্ /c, c^h/, ɟ, $ɟ^h$/
- জিহ্বামূলীয় : ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ /k, k^h, g, g^h, ŋ/

- কণ্ঠনালীয় : হ্ /h/

৫.৫.২ উচ্চারণরীতি

বাকপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন হলো উচ্চারণরীতি। অন্যভাবে বলা যায়, বাগধ্বনি উচ্চারণে বায়ুপ্রবাহ কীভাবে মুখের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয় তা-ই হলো উচ্চারণরীতি (Roach, 1992:69)। উচ্চারণরীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

১. **রুদ্ধ** (Stop) : মুখের মধ্যে বাতাস কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে উচ্চারিত ধ্বনিগুলিই হলো রুদ্ধ। এ জাতীয় ব্যঞ্জন হলো /b, c, g/

২. **নাসিক্য** (Nasal) : বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তারপর নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। যেমন – /n, m, ŋ/.

৩. **ঘর্ষণজাত** (Fricative) : এ জাতীয় ব্যঞ্জন উচ্চারণে দুটি বাগযন্ত্র খুব কাছাকাছি আসে; কিন্তু একসঙ্গে যুক্ত না-হওয়ায় সংকীর্ণ পথে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় ব্যঞ্জন হলো /ʃ, h̆, f, v, θ, ð/

৪. **ঘৃষ্ট** (Affricate) : এ জাতীয় ব্যঞ্জনগুলি উচ্চারণরীতি দু-ধরনের, এগুলির শুরু হয় ঘর্ষণজাত ব্যঞ্জন উচ্চারণরীতি অনুযায়ী আর শেষ হয় রুদ্ধ ধ্বনি উচ্চারণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে (Richards et al, 1985:7)। এ শ্রেণির ব্যঞ্জন হলো /tʃ, dʒ/

৫. **পার্শ্বিক** (Lateral) : এ শ্রেণির ব্যঞ্জন উচ্চারণে সময় বাতাস জিভের এক পাশ বা দু-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এ ধরনের ব্যঞ্জন হচ্ছে / r, l/

৬. **কম্পিত** (Rolling/Trill) : জিভ কম্পিত হয়ে বা ক্রমাগত টোকা দিয়ে এ শ্রেণির ব্যঞ্জন তৈরি হয়। যেমন – / ʙ, r, ʀ/

৭. **তাড়নজাত** (Flap/Tap) : এ জাতীয় ব্যঞ্জন উচ্চারণকালে জিভ উপরে উঠে সামানের দিকে যায় তার পর পেছনের দিকে একটি টোকা দেয়। এ ধরনের ব্যঞ্জন হলো /ɾ, ɾ^{h}/

৮. **নৈকট্যমূলক** (Approximate) : এ জাতীয় ধ্বনিগুলি উচ্চারণের দিক থেকে স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনির বৈশিষ্ট্যই লাভ করে। এ শ্রেণির ধ্বনি হচ্ছে /y, w/

৯. **পার্শ্বিক নৈকট্যমূলক** (Lateral Approximate) : এসব ধ্বনির উচ্চারণের সময় সংশ্লিষ্ট বাগযন্ত্র দুটি কাছাকাছি আসে কিন্তু কোনো ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় না। এ শ্রেণির ধ্বনি হলো /l, ɬ/

উচ্চারণরীতি অনুযায়ী কোচ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি হলো :

- **রুদ্ধ** (Stop) : /p, b, b^h, ṭ, $ṭ^h$, ḍ, $ḍ^h$, t, t^h, d, d^h, c, c^h, ɟ, $ɟ^h$, k, k^h, g, g^h/
- **নাসিক্য** (Nasl) : /m, n, ŋ/
- **কম্পনজাত** (Trill/Rolling) : /r/.
- **ঘর্ষণজাত** (Fricative) : /f, s, ʃ, h/
- **পার্শ্বিক নৈকট্যমূলক** (Lateral Approximate) : /l/

লক্ষণীয়, বাংলা ব্যঞ্জন /ফ/ দ্বি-ওষ্ঠ্য অঘোষ মহাপ্রাণ রুদ্ধ ধ্বনি কিন্তু কোচ ভাষার দন্ত-ওষ্ঠ্য অঘোষ মহাপ্রাণ ঘর্ষণজাত ধ্বনি। বাংলা প্রতিবেষ্টিত ব্যঞ্জনও কোচ ভাষায় অনুপস্থিত।

উচ্চারণরীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্বরতন্ত্রের অবস্থা এবং মুখ দিয়ে নির্গত বাতাসের পরিমাণ ও নিচের চোয়ালের মাংসপেশির অবস্থা অনুযায়ী যথাক্রমে অঘোষ (Unvoiced) ও ঘোষ (Voiced) এবং অল্পপ্রাণ (Unaspirated) ও মহাপ্রাণ (Aspirated) ধ্বনি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যেসব ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় সেগুলি ঘোষ আর স্বরতন্ত্রের কম্পনহীন ব্যঞ্জনগুলি হচ্ছে অঘোষ। অন্য দিকে যেসব ব্যঞ্জন উচ্চারণকালে মুখ দিয়ে অধিক বাতাস বের হয় সেগুলি হলো মহাপ্রাণ। সাধারণত রুদ্ধ ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটি অপূর্ণ /হ্/ (raising /^{h}/) ধ্বনি উচ্চারিত হয়। অন্যদিকে সেই সব ব্যঞ্জনকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি রূপে ধরা হয় যেগুলির সৃষ্টিতে মুখ দিয়ে কম বাতাস নির্গত হয়। কোচ ভাষার ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির ঘোষতা ও মহাপ্রাণতা বৈশিষ্ট্য ছাঁচ (Feature Matrix)-এর মাধ্যমে নীচের সারণিতে এভাবে দেখানো যেতে পারে।

ধ্বনি	অঘোষ	ঘোষ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ
/p/	+	-	+	-
/f/	+	-	-	+
/b/	+	-	+	-
/b^h/	+	-	-	+
/m/	-	+	-	-
/t̪/	+	-	+	-
/$t̪^h$/	+	-	-	+
/d̪/	-	+	+	-
/$d̪^h$/	-	+	-	+
/n/	+	+	-	-
/r/	+	-	-	-
/s/	+	-	-	-
/l/	+	-	-	-
/ɾ/	+	-	-	-
/$ɾ^h$/	+	-	-	+
/ʈ/	+	-	+	-
/$ʈ^h$/	+	-	-	+
/ɖ/	-	+	+	-
/$ɖ^h$/	-	+	-	+
/c/	+	-	+	-
/c^h/	+	-	-	+
/ɟ/	-	+	+	-
/$ɟ^h$/	-	+	-	+
/k/	+	-	+	-
/k^h/	+	-	-	+
/g/	-	+	+	-
/g^h	-	+	-	+
/ŋ/	-	+	-	-
/h/	-	+	-	+

সারণি-০৫ : বৈশিষ্ট্য ছাঁচ অনুযায়ী কোচ ব্যঞ্জনধ্বনি ।

৬. উপসংহার

ভাষার ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া সমকেন্দ্রীভবন (convergence) ও বিষমকেন্দ্রীভবন (divergence) বিশেষ ভূমিকা পালন করে (Crystal, 1992:83)। সমাজের বা প্রতিবেশী ভাষিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংজ্ঞাপনের প্রয়োজনে ভাষাভাষীর ভাষার আদলে যখন কোনো সংখ্যালঘুভাষী বা ভাষিক সম্প্রদায়ের ভাষা পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে সমকেন্দ্রীভবন। এ পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদি হলে তার প্রভাব সংখ্যালঘু ভাষার ধ্বনিসংগঠন, রূপসংগঠন ও বাক্যসংগঠনে পড়া স্বাভাবিক। এ-অবস্থায় ভাষার গঠনসূত্র পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে। কোচ ভাষার গঠনসূত্র এভাবে পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নয়। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু প্রতিবেশী ভাষার প্রভাব সত্ত্বেও ভাষীরা যখন নিজেদের ভাষিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে তখন সেই প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা হয় বিষমকেন্দ্রীভবন হিসেবে। এক্ষেত্রেও প্রতিবেশী ভাষা বা ভাষাসমূহের প্রভাব পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া যায় না। রূপসংগঠন ও বাক্যসংগঠনে তা তেমন প্রভাব বিস্তার না করলেও ধ্বনিসংগঠন লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত হয়। ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের এককালিক (synchronic) আলোচনার মাধ্যমে তা নির্দেশ করা যায়। কোচ ভাষার অবস্থান তাই এমন এক প্রান্তিক অবস্থানে যার ঝোঁক সমকেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ার দিকে অধিক নত।

পরিশিষ্ট

১. কোচ স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির সাহায্যে গঠিত শব্দ।

ক) স্বরধ্বনি যোগে গঠিত শব্দ :

স্বরধ্বনি	কোচ শব্দ	অর্থ
ই /i/	বিগুল /bigul/ বিখাল /bik^{h}al/ মিমিনাইয়া /miminaia চিরিঙ্গা /ciriŋga/	চামড়া কলিজা খাওয়া হাসি
এ /e/	চেহিঙ্গা /cehiŋga/ দেবরা /ḍebra/ মেনদাই /menḍai/ এথিও /eṭ^{h}io/	প্রতিবেশী বাম মানুষ এখানে
এ্যা /æ/	(ল্যাংগেড়া) /læŋgera/	খোঁড়া

	(জ্যাঠা) /ɟætʰa/	চাচা
আ /a/	(আঙগা) /aŋga/ আঙনে /aŋne/	আমি আমরা
অ /ɔ/	অ /ɔ/	দাঁত
ও /o/	ওয়া /oa/	ঐ
উ /u/	উয়া /ua/ খু / kʰu /	এটা মুখ

সারণি-০৬ :কোচ স্বরধ্বনি-যোগে তৈরি শব্দ ।

কোচ স্বরধ্বনি ই, অ্যা /i, æ/ শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয় না । /e, a, ɔ, o, u/ রূপমূলের তিন অবস্থানে বা প্রথমে (initial), মধ্যে (medial) ও শেষে (final) ব্যবহৃত হয় ।

খ) কোচ ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি দিয়ে গঠিত শব্দ :

ব্যঞ্জনধ্বনি	কোচ শব্দ	অর্থ
প্ /p/	পিরন /pirɔn/ পুক্কুর /pukkur/	জামা পুকুর
ফ্ /f/	ফুরোঙগো /furoŋgo/ ফা /fa/	সকাল বাবা
ব্ /b/	বুদাই /buḍai/ বাল /bal/	বৃদ্ধ বাতাস
ভ্ /bʰ/	ভোদাই /bʰoḍai/	বোকা
ত্ /ṭ/	তিনতা /ṭiṇṭa/	তিন
থ্ /ṭʰ	থাললুঙ /ṭʰalluŋ/ থোনতা //ṭʰoṇṭa/	মস্তিষ্ক চিবুক
দ্ /ḍ/	দিবাই /ḍibai/ দুগু /ḍugu/	গান দাওয়াত
ধ্ /ḍʰ/	ধোনুক /ḍʰonuk/	রংধনু
ট /t/	আটতা /aṭṭa/	আট
ঠ /tʰ/	ঠেঙগি /tʰeŋgi/	অনেক

ড /d/	ডেবারা /debara/	বাস
ঢ /d^{h}/	ঢেঙকি /d^{h}eŋki/	ঢেঁকি
চ /c/	চানদিনা /canḍina/ চাপ্পা /cappa/ চারি /cari/ চুন্না /cunna/	কপাল গান নখ শাড়ি
ছ /c^{h}/	মাচছা /macc^{h}a/	বাঘ
জ /ɟ/	জাঙগুল /ɟaŋgul/ জাসুকুল /ɟasukul/ জ্যাক /ɟæk/	পিঠ হাঁটু হাত
ঝ /ɟ^{h}/	ঝুমাঙনোশিয়া /ɟ^{h}umaŋnoʃia/	স্বপ্ন
ক /k/	কেচেরা /kecera/ কানচিলা /kancila/	নবীন শিশু
খ /k^{h}/	খুছুল /k^{h}uc^{h}ul/ খু /k^{h}u/ খামমা /k^{h}amma/	ঠোঁট মুখ গরম
গ /g/	গদক /gɔḍɔk/ গেরেঙ /gereŋ/ গুঙ /guŋ/	স্বর হাড় নাক
ঘ /g^{h}/	ঘুসুনাইআ /ghusunaia	কাশি
ম /m/	মাদা /maḍa/ মানা /mana/ মাথাই /maṭ^{h}ai/	কোন কেন ধনবান
ন /n/	নুককুরুঙ /nukkuruŋ/ নাসুল /nasul/ নঙসারি /nɔŋsari/	চোখ কান ননদ
ঙ /□/	সিআইহিঙগিআ/siaihiŋgia/	মৃত

র্ /r/	রাও /rao/ রিগামনিয়া /rigamonia/	বলা ডাকা
ল্ /l/	লুবুরি /luburi/	যকৃত
স্ /s/	সেককামিয়া /sekkamia/ সেই /sei/	শীত জামাই
শ্ /ʃ/	শেলেবা /ʃeleba/	জিভ
হ্ /h/	হানছি /hanc^{h}i/ হান /han/	রক্ত শরীর

সারণি-০৭ : কোচ ব্যঞ্জনধ্বনি-যোগে তৈরি শব্দ।

গ) শেরপুর জেলার কোচ-ভাষাঞ্চল।

উপজেলা		গ্রাম
শ্রীবর্দি	১	হাতিবোর
	২	উালাজোরি
	৩	খাড়াজোড়ি
	৪	জোককোড়ি
	৫	পারবোর
	৬	বকাকোরা
	৭	পূর্ব বাকাকোরা
	৮	বালুকা
	৯	দক্ষিণ গান্দিগাও
	১০	উত্তর গান্দিগাও
	১১	হলছটি
	১২	গজনি
	১৩	নকশি
	১৪	উত্তর নকশি
	১৫	ধাউধার

	১৬	খোরানঝরা
	১৭	ধেপলাই
	১৮	শলছুরা
	১৯	রংতিয়া
ঝিনাইগাতি	২০	বড়ো রংতিয়া
নলিতা বাড়ি	২১	সমোচুরা
	২২	খোলচন্দা

সারণি-০৮ :শেরপুরজেলার কোচভাষীরদের অবস্থান।

তথ্যদাতার পরিচয় :

১. চান মনি বর্মণ (নারী); বয়স ৯০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরক্ষর; পেশা : গৃহিণী।

২. অনীল চন্দ্র বর্মণ (পুরুষ); বয়স : ৫০ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি পাস; পেশা : ব্যবসায়।

৩. সত্যেন্দ্র বর্মণ (পুরুষ); বয়স- ৫০ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন; পেশা : চাকরি।

৪. ফণীন্দ্র চন্দ্র বর্মণ (পুরুষ): বয়স : ৫৩ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও নাম স্বাক্ষর করতে পারেন; পেশা : তেমন কোনো বিশেষ পেশায় নিয়োজিত নন।

৫. স্বর্ণময়ী বর্মণ (নারী); বয়স : ৩৫ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর; পেশা : ব্যবসায়।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmad, Sayed, Amy Kim, sung Kim, Mridul Sangma. (2011). *The Koch of Bangladesh: A Sociolinguistic Survery.* Dhaka: SIL International

Davenport, Mike & Hannas. S.J. (1998). *Introducing Phonetics and Phonology.* London: Arnold

Crystal, David. (1992). *An Encyclopalic Dictionary of Language and linguistics*. New york; Pengluin Boardd.

Matthews, P. H. (2007). *Oxford Concise Dictionary of Linguistics*. Oxford: Oxford University Press

Trasks. R. L (l997), *A Dictionary of Phonetics and Phonology*. London: Ronthledge.

Finch, G. (1999). *Key Concepts in Language and Linguistics*. London: Routldge